এক নজরে

চাষিভাইদের বলছি

শীতকালীন সবজি

শীতের অন্যতম অর্থকরী ফসল ফুলকপি, বাঁধাকপি ও টম্যাটো। ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ দেখা দিতে পারে এখন। প্রতিকারে স্ট্রেপটোসাইক্লিন ০.৫ গ্রাম প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করতে হবে। এ সময়ে সাদা মাছিরও আক্রমণ দেখা দিতে পারে। প্রতিকারে অ্যাসিফেট এক গ্রাম প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করলে উপকার মিলবে। জমিতে আগাছা সাফাই প্রয়োজন।

সরষে

সরষের জলদি জাত হিসেবে অগ্রণী, পাঞ্চালি, বি-৯ প্রভৃতি চাষ করা যেতে পারে। জমির আর্দ্রতা ঠিক থাকলে প্রতি বিঘায় ৮০০ থেকে ৯০০ গ্রাম বীজ বোনা যেতে পারে। বীজ বপণের আগে জমিতে অ্যাজোফস সার প্রতি বিঘায় দুই কেজি হারে ও থাইরাম তিন গ্রাম প্রতি কেজি হারে বীজ শোধনে ব্যবহার করা প্রয়োজন।

খরিফ ধান

বর্তমান আবহাওয়ায় ধান গাছ ঝলসে যেতে পারে। প্রতিকারে হেক্সাকোনাজল দেড় গ্রাম প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করতে হবে। বাদামি শোষক পোকার আক্রমণ দেখা দিলে এসিফেট দুই মিলি প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করতে হবে।

আবহাওয়া

আগামী কয়েকদিন আকাশ প্রধাণত পরিষ্কার থাকার সম্ভাবনা। আগামী সপ্তাহে বৃষ্টিপাতের তেমন কোনও সম্ভাবনা নেই। সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ তাপমাত্রা যথাক্রমে ২১ থেকে ২৩ ও ৩১ থেকে ৩২ ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকতে পারে। সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আর্দ্রতা যথাক্রমে ৫০ থেকে ৫৮ ও ৭৫ থেকে ৮৩ শতাংশ থাকার সম্ভাবনা। উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ৩ থেকে ৬ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা বেগে বায়ু বইতে পারে।

চাষবাসের চিঠি

মুরগীর পোল্ট্রি গড়তে চাই। এই বিষয়ে আমাদের প্রিয় এই দৈনিক পত্রিকায় চাষবাসের পাতায় একটু সবিস্তারে আলোচনা করা হলে সবাই খুব উপকৃত হব। কোথায় সহযোগিতা মিলবে, তা জানতে চাই।

হিন্দোল বাগ, কাটোয়া, পূর্ব বর্ধমান

বিশেষজ্ঞের পরামর্শ : আপনার আর্জি মতো দ্রুত নিবন্ধ প্রকাশের চেষ্টা চলছে। স্থানীয় পশুপালন আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ করলে সহায়তা মিলবে। ব্লক স্তরের আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

চিঠি পাঠান : জেলা বিভাগ, সংবাদ প্রতিদিন, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা—৭০০ ০৭২। মেল : pratidinjela92@gmail.com

চাষবাস

● উদ্যোগ। বাঁকুড়ার সিমলিপালের বামুনপাহাড়ি গ্রামে ব্লক থেকে তৈরি করে দেওয়া জলাশয় বা 'ডাকারি'। এখানেই করা হবে হাঁসের চাষ। —প্রতিবেদক

গ্রামের মহিলাদের বিকল্প আয়ের পথ দেখাতে 'ডাকারি' তৈরি করে হাঁস চাষ শুরু সিমলিপালে

দয়াময় বন্দ্যোপাধ্যায়

বিকল্প আয়ের পথ দেখাতে এবার 'ডাকারি' তৈরি করে হাঁস চাষের উদ্যোগ নিল রাজ্য সরকার। তাই সিমলাপালের স্বনির্ভর দলের মহিলাদের গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে হাঁসচাষে। হাঁসের প্রজননকে আরও লাভজনক করতে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের নিয়ে তৈরি করা হচ্ছে 'ডাকারি'।

মণ্ডলগ্রাম পঞ্চায়েতের বামুনপাহাড়ি গ্রামের একটি স্বনির্ভর দলকে এই 'ডাকারি' তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। এখানে হাঁসের বাচ্চা এনে বড় করে বাজারে বিক্রি করা যাবে। সিমলাপাল ব্লক সূত্র জানা গিয়েছে, মোট ২২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে 'ডাকারি' তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। সিমলাপালের বিডিও রথীন্দ্রনাথ অধিকারী বলেন, "স্বনির্ভর দলের মহিলাদের বিকল্প আয়ের লক্ষ্যে সরকার ভাবনাচিন্তা করছে। তাই আমরা এখানে হাঁস চাষের জন্য একটি 'ডাকারি' তৈরি করেছি। ফলে মহিলারা বাড়তি আয়ের সুযোগ পাবেন।" বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পরই মহিলা স্বনির্ভর দলগুলিকে চাঙ্গা করতে বিভিন্ন পরিকল্পনা নেওয়া হয়। তাছাড়া, এই এলাকায় দলের মহিলাদের বিকল্প আয়ের লক্ষ্যে হাঁসের বাচ্চা বিলি, ছাগল বিলি-সহ বিভিন্ন পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে সরকারের পক্ষ থেকে। কিন্তু এতদিন ব্যাপকভাবে এখানে হাঁস চাষের জন্য 'ডাকারি' তৈরি করে দেওয়া হয়নি। এবার এই 'ডাকারি' তৈরি হওয়ায় স্থানীয় একটি দল সেটি পরিচালনা করছে। এই ডাকারি থেকে হাঁস কিনে বাজারে বিক্রির পাশাপাশি অনেক মহিলাই বাড়তি আয়ের সুযোগ পাবেন বলেই মনে করছে সিমলাপাল ব্লক প্রশাসন।

প্রশাসন এও জানিয়েছে, বর্তমানে এখানে দু'শোর মতো হাঁস রয়েছে। তবে মোট এক হাজার হাঁস রাখার জায়গা তৈরি করা হয়েছে এই 'ডাকারি'তে। সেই কারণেই কয়েকটি পাকাঘর তৈরি করেছে প্রশাসন। তাতে লোহার জাল দিয়ে চারিদিক ঘিরে দেওয়া হয়েছে। জলের সুবিধার জন্য বসানো হয়েছে সাবমার্সিবল পাম্প। এছাড়া হাঁসের সঠিক পরিচর্যার জন্য ছোট্ট একটি জলাশয়ও তৈরি হয়েছে এখানে। মেদিনীপুর থেকে ভাল প্রজাতির হাঁসের বাচ্চা এখানে এনে রাখা হচ্ছে। ফলে দলের মহিলাদের আয় আরও বাড়বে। সিমলাপাল পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি সুরজিৎ পতি বলেন, "স্বনির্ভর দলের মহিলাদের বাড়তি আয়ের জন্য আমরা আগেও বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়েছি। এবার এখানে 'ডাকারি'র জন্য দু'টি শেড, হ্যাচারি ইউনিট তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে বামুনপাহাড়ি গ্রামের মহিলা দলটি বিকল্প আয় করে আরও বেশি স্বনির্ভর হতে পারবেন।"

বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগ

চাষিদের জৈব রাসায়নিক ব্যবহারের প্রশিক্ষণ শুরু

সৌরভ মাজি

রাসায়নিক আগাছানাশক ও কীটনাশক ব্যবহারের ফল কী মারাত্মক হতে পারে সাম্প্রতিক কালে মহারাষ্ট্র ত প্রত্যক্ষ করেছে। সেই ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়েছে রাজ্য। এই রাজ্যেও রাসায়নিক আগাছা নাশক-কীটনাশকের বিরুদ্ধে সচেতনতা গড়তে চাষিদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ শুরু করেছে বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ক্যাম্পাস বর্ধমান কৃষি মহাবিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা। সম্প্রতি এই মহাবিদ্যালয়ে প্রশিক্ষণও শিবিরও অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে খণ্ডঘোষ ব্লকের শাঁখারি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বহু চাষি যোগ দিয়েছিলেন। কৃষি মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা রাসায়নিক কীটনাশক ও আগাছানাশকের ক্ষতিকারক দিকগুলি তুলে ধরেন।

কৃষি বিজ্ঞানী তথা অধ্যাপক দিলীপ চক্রবর্তী বলেন, "সম্প্রতি মহারাষ্ট্রে যথেচ্ছ পরিমাণে আগাছানাশক ও কীটনাশক ব্যবহার করায় ৪০ জন কৃষকের অপমৃত্যু ঘটেছে। প্রায় শতাধিক কৃষক গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। সারাদেশে রাসায়নিক কীটনাশকের ব্যবহারে সমালোচনার ঝড় উঠেছে। আমাদের রাজ্যেও আমন ধানের এই মরশুমে শোষক ও মাজরা পোকার দমনে এই সব কীটনাশকের ঢালাও ব্যবহার হয়েছে। যা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আমাদের ক্ষতিসাধন করছে।" এই শিবিরে চাষিদের উদ্দেশ্যে কৃষি বিজ্ঞানীরা জানান, সাম্প্রতিক অতিরিক্ত বর্ষণের কারণে আমন ধানে রোগ-পোকার উপদ্রব বেড়েছে। একইসঙ্গে জমি ও জমির আলপথগুলি আগাছাতে ভরে গেছে। তাই চাষিরা যাতে এই জাতীয় রাসায়নিক কীটনাশক সঠিক ভাবে এবং সঠিক পদ্দতিতে প্রয়োগ করতে পারেন সেই বিষয়ে আলোকপাত করেন। আগাছার প্রাদুর্ভাব হলে আগাছানাশকের ব্যবহার ও সতর্কতা সম্পর্কে সচেতনা বাড়ে সেই বিষয়ে এই শিবিরে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

পাশাপাশি রাসায়নিকের পরিবর্তে জৈব কীটনাশক ও জৈব আগাছানাশকের ব্যবহার কীভাবে বাড়াতে হবে সেই ব্যাপারে পরামর্শ দিয়েছেন কৃষি বিজ্ঞানীরা। বিজ্ঞানী ডলি সাহা জানান, বর্তমানে ধানে ঝলসা রোগ, খোলা পচা, খোলা ধসা রোগ। জৈব কীটনাশকের ব্যবহারে এর প্রতিরোধ সম্ভব। সুসংহত উপায়ে জৈব পদ্ধতিতে চাষে এইসব রোগের প্রতিকার পাওয়া সম্ভব বলে জানিয়েছেন তিনি।

অধ্যাপত সুজিত হেঁস জানান, ধানের জিরো টিলেজ পদ্ধতিতে চাষ করা খুবই উপযোগী। এই পদ্ধতিতে জমিতে চাষ না করেই দানের বীজ ও সার একসঙ্গে প্রয়োগ করা যায়। একইসঙ্গে বীজতলা তৈরি, জমি কর্দমাক্ত করা ও জমিতে চারা রোপণের কোনও প্রয়োজন হয় না। আগামী দিনে জেলার অন্যান্য ব্লকের চাষিদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এদিনের শিবিরে অংশ গ্রহণকারী চাষিদের চাষের জমিতে, পরীক্ষাগারে নিয়ে গিয়ে শত্রু মিত্র কীট, উপকারী ও রোগকারক বিভিন্ন প্রজাতির ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়ার পরিচয় করানো হয়।

নজরবন্দি

সপ্তাহের পরামর্শ

শীত পড়তেই গাজর, টম্যাটো চাষ লাভজনক

স্টাফ রিপোর্টার : কালী প্রতিমা

জলে পড়তেই শীতের আনাগোনা শুরু হয়ে গিয়েছে। আর এ সময় গাজর ও টম্যাটো চাষ শুরু করলে তা যথেষ্ট লাভজনক হতে পারে। অন্তত তেমনটাই জানাচ্ছে রাজ্য কৃষি দফতর। নভেম্বরের শুরুতে গাজেরর বীজ বপন করা দরকার। তবে বীজ বসানোর আগে গোটা একটি দিন সেই বীজ জলে ডুবিয়ে রেখে তবেই বপন করতে হবে। মোটামুটি ১০ সেন্টিমিটার দূরে দূরে প্রায় চার সেন্টিমিটার গভীর গর্ত খুড়ে এই বীজ বপন করতে হবে। একটু ঝউরঝুরে দোঁয়াশ মাটিতে গাজর চাষ খুব ভাল হয়। তাপমাত্রা লাগে মোটামুটি ২০ থেকে ২৪ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। চারা বের হওয়ার আগে দৈনিক জমির আগাছা পরিস্কার করতে হবে। পক্ষকাল পর পর দিত হবে হালকা সেচ। সুস্থ সবল ও ভাল ফলের জন্য হেক্টর প্রতি ৯০ কেজি নাইট্রোজেন, ফসফরাস পেন্ট অক্সাইড ও পটাশিয়াম অক্সাইড ব্যবহার করা যেতে পারে। আর চারা বের হওয়ার দেড় মাস পর হেক্টর প্রতি জমিতে ৪৫ কেজি নাইট্রোজেন, পটাশিয়াম অক্সাইড ও ৬০ কিলোফসফরাস পেন্ট অক্সাইড দিতে হবে। আর টম্যাটো যদিও এখন বছরভর চাষ করা যায়, তবে শীতের সময় এই চাষ খুবই লাভজনক। তবে ঠাণ্ডায় টম্যাটো গাছে সাধারণত ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ দেখা দেয়। ফলে ছিদ্রযুক্ত টম্যাটোর বাজারে ভাল দাম মেলে না। এই ছিদ্র পোকর আক্রমণ ঠেকাতে সুসংহত পদ্ধতিতে বীজ শোধন করে লাগাতে হবে। এছাড়া সঠিকভাবে করতে হবে চাষের জমি ও টম্যাটো চারার পরিচর্যা। মাধ্যে মধ্যে গাছে রোগ পোকার আক্রমণ ঠেকাতে কৃষি দফতরের পরামর্শ মতো রাসায়নিক সার ব্যবহার করা যেতে পারে।

হ্যালোকাউন্সিলর

স্ক্রাব টাইফাস নিয়ে আতঙ্ক, পানীয় জলের সমস্যাও তীব্র

বাঁকুড়া পুরসভা ১ নম্বর ওয়ার্ড

বিধবাভাতা, বার্ধক্যভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা নিয়ে ক্ষোভ। মশা মারার উদ্যোগ নিয়ে প্রশ্ন। কাউন্সিলারকে হাতের কাছে সব সময় পাওয়া গেলেও পুরপরিষেবা নিয়ে কবিভিন্ন বিষয়ে ক্ষোভ রয়েছে এলাকায়। সওয়াল-জবাব শুনলেন টিটুন মল্লিক

ওয়ার্ডে মশা তাড়ানো হচ্ছে কামান দেগে। —সিদ্ধার্থ চট্টোপাধ্যায়

সওয়াল: গোপীনাথপুর উপরপাড়া রাস্তা, লাইব্রেরি রোড থেকে সানগলির রাস্তা সর্বত্রই বেহাল হয়ে পড়েছে বর্ষার পরে। এই ব্যাপারে পুরসভা কবে ব্যবস্থা নেবে?

— উত্তম বাউরি

জবাব : ইতিমধ্যেই আমি পুরসভায় এই রাস্তাগুলোর জন্য বোর্ডমিটিংয়ে আলোচনা করেছি। রিকিউজিশন দিয়েছি পুরপ্রধানকে। শীঘ্রই কাজ শুরু করা হবে। তবে আমরা চাইছি লাইব্রেরী রোড পিচ উঠিয়ে কংক্রিটের করতে।

সওয়াল: দীর্ঘ কয়েক বছর হল নতুন করে তো দূরের কথা বিধবা ভাতা, বার্ধক্য ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা যারা পাচ্ছিলেন তাঁদের অনেকে মারা যাওয়ার পরেও সেই শূন্যস্থানগুলো পুরণ করা হচ্ছে না। এবিষয়ে কাউন্সিলার কে বার বার আবেদন করেও লাভ হচ্ছে না। কবে উদ্যোগী হবেন?

— সঞ্চিতা দাস

জবাব : এ বিষয়ে আমরা রাজ্য সরকারের কাছে দরবার করেছি। বাঁকুড়া শহরের ১ নম্বর ওয়ার্ডে এক সময় তাঁত শিল্পের রমরমা অবস্থা ছিল। বর্তমানে সেই সচ্ছল অবস্থা আর নেই। তাই এই এলাকায় সরকারের দেওয়া ভাতা কতটা সহায্য করে মানুষের তা আমার অজানা নয়।

সওয়াল: বাঁকুড়া শহরের সবচেয়ে বড় সমস্যা পানীয় জলের সমস্যা। শুধুমাত্র গ্রীষ্মকালই নয় শীতের মাঝামাঝিতেই জলের জন্য হাহাকার পড়ে যায়। এই জলসংকটের সমস্যা সমাধানের জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বারবার 'জলধরো জলভরো' প্রকল্পের তেমন কোন উদ্যোগ দেখাই যায়নি।

—শম্পা চক্রবর্তী

জবাব : এই এলাকায় তেমন কোন বড় বাড়ি নেই যে তার ছাদে আমরা এই প্রকল্প করব। তবে এলাকার পুকুর গুলিতে বিশেষ ভাবে নজর দেওয়া হয়েছে।

সওয়াল: এই ১ নম্বর ওয়ার্ডেই স্ক্রাব টাইফাসের সংক্রমণ ধরা পড়েছে। বাড়ি বাড়ি অজানা জ্বর ধরা পড়েছে। বাসিন্দাদের চিকিৎসা পরিষেবা সেই মান্ধাতার আমলের। উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার বিষয়ে কোন উদ্যোগ নেই পুরসভার।

—রতন লাহা

জবাব : এখনও পর্যন্ত এই ওয়ার্ডে প্রয়োজনের তুলনায় স্বাস্থ্য কর্মী নেই একথা ঠিক। তবে প্রতি মাসে দশদিন রক্ত পরীক্ষা করছি। স্বাস্থ্য দফতরকে সেই রিপোর্ট পাঠাচ্ছি আমরা। মশা নিধন করতে দফায় দফায় কামান দিয়ে ধোঁয়া দেওয়ার কাজ চলছে।

সওয়াল: বাঁকুড়া শহরের এই ঘনবসতি পূর্ন এলাকায় এখনও পর্যন্ত গরীব মানুষের মাথায় ছাদ নেই।

—রবি দাস

জবাব : বর্তমানে ৭০ টি বাড়ি তৈরি হচ্ছে হাউসিং ফর অল প্রকল্পে।

সওয়াল: শহরের মাঝে এই এলাকায় কমিউনিটি ল্যাটরিনের হাল বেহাল।

— রকি চক্রবর্তী

জবাব : সরকার কমিউনিটি ল্যাটরিনের জন্য মাত্র ২ লক্ষ টাকা দেয় যা প্রয়োজনের তুলনায় অনেকটাই কম।

পঞ্চায়েত পরিক্রমা

বাদলা গ্রাম পঞ্চায়েত

চাষের জল নিয়ে হাহাকার, রাস্তা নিয়ে তীব্র অসন্তোষ

বেহুলা নদী নিয়ে পুরনো সমস্যা মেটেনি। থেকেই গিয়েছে ক্ষোভ। নিকাশি এবং রাস্তা নিয়েও অভিযোগের শেষ নেই। জনতার সওয়াল ও প্রধানের জবাব শুনলেন মোহন সাহা

প্রধান বাবলু হাঁসদা

সওয়াল : দীর্ঘদিন হল একশো দিনের কাজের টাকা পাইনি। প্রধানের কাছে কি কোনও জবাব রয়েছে?

—পবন হেমব্রম

জবাব : কেন্দ্রীয় সরকারের নতুন নিয়ম অনুসারে কোনও ব্যক্তিগত পুকুর, ড্রেন বা রাস্তার কাজ করা যাচ্ছে না। অথচ গ্রামের প্রায় সব পুকুরই ব্যক্তিগত। সেই কারণে সমস্যা হচ্ছে।

সওয়াল : সারাবছর সমস্যা না হলেও গরমে জলকষ্ট তীব্র হচ্ছে।

—মানিক পাল

জবাব : বাম আমলের একটি পিএইচই ছিল। সেটি বেহাল হয়ে পড়ে রয়েছে। তার উপর প্রায় ৩৫ লক্ষ টাকার বিদ্যুত্বিল বাকি। আমরা ক্ষমতায় এসে নতুন পিএইচই তৈরি করে ইতিমধ্যেই কোলা, কুলটি, দক্ষিণ কৃষ্ণপুর, চা গ্রাম প্রভৃতি এলাকায় ইতিমধ্যেই বাড়িতে জলসংযোগ দিয়েছি।

সওয়াল : কুলটি মৌজায় চাষের জল নিকাশির ব্যবস্থা নেই।

—সুরেন্দ্র হেমব্রম

জবাব : ইতিমধ্যেই পাকা সাঁকো তৈরি করেছি। কিন্তু জায়গার অভাবে স্থায়ী ড্রেন তৈরি করা যাচ্ছে না। আলোচনা চলছে।

সওয়াল : কোলাগ্রামে বেহুলা নদীর উপর বর্ষায় ব্রিজের দু'পাশ ভেঙে যায়, ফলে যাতায়াতের ভীষণ সমস্যা।

—জহরলাল কিসকু

জবাব : এটা দীর্ঘদিনের সমস্যা। মাটির রাস্তা দিয়ে আপাতত ঠিক করা আছে। কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি অনেক আগেই জানিয়েছি। সমস্যা মিটে যাবে।

সওয়াল : হসিঙ্গারকোন-এর এক নম্বর সংসদের অন্তর্গত রাস্তাটি পাকা হওয়া প্রয়োজন। তাতে গোটা পঞ্চায়েত এলাকারই সুবিধা।

—সৌমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

জবাব : বিগত বাম আমলে সমস্ত রাস্তাই কাঁচা ছিল। এই ক'বছরে প্রায় আশি শতাংশ রাস্তাই পাকা হয়েছে। এই রাস্তার এস্টিমেট তৈরির কাজও চলছে। তা পাস হলেই আশাকরি শীঘ্রই কাজ শুরু হয়ে যাবে।

ছবি : প্রতিবেদক

এরুয়ার গ্রাম পঞ্চায়েত

মাটির রাস্তায় হোঁচট, স্বাস্থ্যপরিষেবা নিয়ে ক্ষোভ

রাস্তা নিয়ে সমস্যা রয়েছে। কয়েকটি সংসদে পানীয় জলের সমস্যাও তীব্র। তবে সবচেয়ে বেশি ক্ষোভ স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে। সওয়াল-জবাব শুনলেন ধীমান রায়

প্রধান বৈশাখী মারডি

সওয়াল : বলগোনা গুসকরা রোডে যাত্রাদিঘি থেকে ধূপগড়িয়া পর্যন্ত আলপথ রয়েছে। এই রাস্তাটি মোরাম বা ঢালাই হবে না?

— ভোটন শেখ

জবাব : যাত্রাদিঘি থেকে ধূপগড়িয়া কোনও রাস্তা ছিল না। এবছর আমরা ওই রাস্তাটিতে মাটির কাজ করে চওড়া রাস্তা তৈরি করছি। দু এক মাসের মধ্যেই মোরাম ফেলা হবে। পরে ঢালাই রাস্তা করা হবে।

সওয়াল : কানপুর থেকে সাহেবগঞ্জ পর্যন্ত যে রাস্তা রয়েছে ওই রাস্তা দিয়ে আমাদের গ্রামে যাতায়াত করতে হয়। কিন্তু রাস্তার অবস্থা এতটাই খারাপ যে চলাচল করাই দায়।

— বিশু দাস

জবাব : ভাতারের কানপুর থেকে সাহেবগঞ্জ পর্যন্ত ৭ কিলোমিটার রাস্তাটি তিনটি পঞ্চায়েত এলাকার মধ্যে পড়ে। এই রাস্তা পঞ্চায়েতের একার পক্ষে করা সম্ভব নয়। প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনায় রাস্তা সংস্কারের কথা চলছে।

সওয়াল : আমাদের এরুয়ার গ্রামে রয়েছে এরুয়ার স্বাস্থ্যকেন্দ্র। পুরো অঞ্চলের বাসিন্দারা এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ওপর নির্ভরশীল। এখন ডাক্তারই ঠিকমত থাকে না। বারবার প্রতিশ্রুতি শুনে আসছি।

—শেফালি বিবি

জবাব : স্বাস্থ্যের বিষয়টি তো পঞ্চায়েতের হাতে নেই। এরুয়ার স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সমস্যার বিষয়টি জানি। স্বাস্থ্যদফতরে বহুবার জানিয়েছি। ওনারা আশ্বাস দিয়েছেন পরিষেবার উন্নতি হবে।

সওয়াল : বলগোনা গুসকরা রোডে রামপুর বাসস্ট্যান্ডে কোনও বাসযাত্রী প্রতিক্ষালয় নেই। রোদ বৃষ্টিতে সাধারণ মানুষদের বাস ধরতে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়।

—কার্তিক বাগদি

জবাব : আমরা পূর্ত দফতরকে প্রতীক্ষালয়ের জন্য আবেদন করেছি। প্রয়োজনে আবারও চিঠি দেব।

সওয়াল : নৃসিংহপুর ১ নম্বর সংসদ এলাকায় পানীয় জলের সমস্যা। গ্রীষ্মকালে খুব সমস্যা হয়।

—কিষান টুডু

জবাব : ওই সংসদ এলাকা ও তার পাশাপাশি সংসদগুলিতেও পানীয় জলের জন্য নতুন জলপ্রকল্পের কাজ হচ্ছে। মাস দুয়েকের মধ্যেই প্রকল্প চালু হয়ে যাবে। তখন সমস্যা তাকবে না।

ছবি : জয়ন্ত দাস

পঞ্চায়েতেই হোক কিংবা পুরসভা। পরিষেবা নিয়ে কি আপনি ক্ষুব্ধ? পঞ্চায়েত প্রধান কিংবা কাউন্সিলরের মুখোমুখি হতে চান? পেশ করতে চান আপনার সুচিন্তিত মতামত? সরাসরি লিখুন। আপনার গ্রামে বা ওয়ার্ডে পৌঁছে যাবেন আমাদের প্রতিনিধি। মেল করুন : pratidinjela92@gmail.com